49

দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 AUG
পৃঃ ৫ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

দেশে এখন বিশ্বরোডের মত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্থাপনের যেন হিড়িক পড়ে গেছে। যদিও বিশ্বরোড নামাকরণের একটি কারণ থাকলেও সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে মনে করবার কারণ নেই।

বিশ্বরোড় নামাকরণ হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। জাপান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব হয়েছিল সে কালে। এ নাম দেয়া হয়েছিল এশিয়ান হাইওয়ে। এই হাইওয়ে অর্থাৎ সড়ক হবে প্রশস্ত। এবং বিদেশের সঙ্গে দেশকে সংযুক্ত করবে এ কারণে এ সড়কের একটা কৌলীন্য ছিল। পরবর্তীকালে এই এশিয়ান হাইওয়ের নাম হল বিশ্বরোড। আর বিশ্বরোড নাম দেয়ার ব্যাপারে কোন বাছবিচার থাকল না। দেশের যে কোন প্রশস্ত নতুন সড়কের নাম হয়ে দাঁড়াল বিশ্বরোড।

দেশ স্বাধীন হবার পর এ ধরনের একটি প্রবণতা দেখা দিল শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই। নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় চাই—উচ্চ শিক্ষার অধিকার চাই— এ ধরনের নানা স্লোগানের মধ্যে দাবী উঠল প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাইরেও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগের জন্য শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল কতিপয় ঐতিহ্যবাহী পুরান ডিগ্রী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পরিণত করার। এবং সে প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বরোড় নয়। ইট, সুরকি, সিমেন্ট দিলে ঠিকাদার সড়ক নির্মাণ করতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু এ প্রশ্নটির দিকে কেউ নজর না দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সংকট দেখা দিল। এ কলেজগুলো সরকারী কলেজ বলে এবং নিয়মিত শিক্ষক বদলি হবার ফলে শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পরিণত করা হলেও শিক্ষার মানের কোন উন্নতি না হয়ে বরং অবনতি হল।

এ পরিস্থিতিতে আর একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে এইচএসসির পাট তুলে দেয়া হচ্ছে কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করে। অর্থাৎ মফস্বলের এককালের সরকারী কলেজগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পরিণত হওয়ায় এ সকল কলেজে এইচএসসি আর পড়ান হবে না। ঢাকার কিংবা ঢাকার বাইরের যে সকল শহরে একাধিক সরকারী কলেজ আছে সে সকল এলাকায় এ নিয়ে বিক্ষোভ দেখা না দিলেও সম্প্রতি কুষ্টিয়া ও বগুড়ায় এ নিয়ে আন্দোলন চলছে। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের কথা হচ্ছে, বিকল্প সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হোক। এ সুবিধা না দিয়ে সরকারী ডিগ্রী কলেজে এইচএসসি পড়ান বন্ধ করা চলবে না।

ছাত্র এবং অভিভাবকদের এ দাবী যে একেবারে অযৌক্তিক তা বলা যাবে না। শিক্ষার সুযোগ হ্রাস নিশ্চয় কারও কাম্য নয় এবং এ ধরনের কোন পদক্ষেপ নিতে হলে সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। আমাদের মনে হয়, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নতুন করে তাদের সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করবেন। দেশের অভিভাবকেরা, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সন্তানদের পড়াতে পারলে অনেক নিরাপদ অনুভব করেন। তাই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করে হঠাৎ করে সরকারী কলেজে এইচএসসি পড়ান বন্ধ করা ঠিক হচ্ছে কি।

—ফরিদউদ্দিন আহমদ